দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ২ 6 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৫

নামের মিল ॥ এক স্কুলের টাকা তুলে নিল অন্যস্কুল

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ অভয়নগর উপজেলার দত্তগাতী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দ ৪০ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে দত্তগাতী দামুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয় দুটির নাম প্রায় একই রকম হওয়ায় ভুল হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দফতর (এলজিইডি) সূত্রে জানা গেছে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে দত্তগাতী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনে নতুন টিন দেয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু দরপত্রে ভুলক্রমে বিদ্যালয়টির নাম উল্লেখ করা হয় দত্তগাতী উচ্চ বিদ্যালয়। অভিযোগ রয়েছে, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স জামান এ্যান্ড ব্রাদার্স' কাজ পায়। ঠিকাদার গত মে মাসে কাজ না করে পুরো বিল উঠিয়ে ৩০ হাজার টাকা দামুখালী দত্তগাতী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে দেন। প্রধান শিক্ষক কাজ না করে ওই টাকা নিজের কাছে রেখে দেন।

কাজের মেয়াদ শেষ হয়েছে ৩০ জুন। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দফতর ও ঠিকাদার প্রধান শিক্ষককে টাকা ফেরত দিতে চাপ দেয়। কিন্তু প্রধান শিক্ষক টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। দত্তগাতী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানতে পেরে দত্তগাতী দামুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে টাকা দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) উত্তম মন্ডল বলেন, টিনের চালা নষ্ট হওয়ায় টাকাটা আমাদের বিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়। বিদ্যালয়ের নামটি দরপত্রে ভুল ছিল। আর নামের কিছুটা মিল থাকায় দত্তগাতী দামুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভুলক্রমে টাকাটা তুলে নিয়েছেন। এখন তিনি টাকা ফেরত দিচ্ছেন না। দত্তগাতী দামুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভবেন্দ্রনাথ মন্ডল বলেন, আমার বিদ্যালয়ের নামে মে মাসে লিখিত দিয়ে ঠিকাদারের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা নিয়েছি। বিদ্যালয়ের জানালা-দরজা ঠিক করেছি। পরে ঠিকাদার বলছিলেন টাকাটা দত্তগাতী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দ।